দৈনিক সংবাদ ৭৭

SEP. 1 5 1999

তারিখ ... SEP. 1 5 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১ .....

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

১০-৯-৯৯ প্রকাশিত দৈনিক সংবাদ-এ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য টাকা আদায়' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধের প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এখন প্রথম বর্ষ (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীরের খালি সিটে নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করা হয়। কাজেই স্বাভাবিক কারণে ভর্তি প্রক্রিয়ায় কিছুটা বিলম্ব ঘটে। ভর্তির জন্য নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের একটি করে 'ভর্তি বিবরণপত্র' দেয়া হয় যাতে যাবতীয় ফি'র বিবরণ থাকে। এ প্রচলিত নিয়মে নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হতে কত টাকা লাগবে তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৮-৯৯ সেশনের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়ে ক্লাস শুরু হওয়ার পথে। ১৯৯৯-২০০০ সালের ভর্তি প্রক্রিয়া কোথাও শুরুই হয়নি। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়েছে মাত্র। উক্ত শিক্ষাবর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া যথাশিগগির শুরু হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করেন যুগ যুগ ধরে একই ভর্তি ফি চলতে পারে না। পরিবহন, শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়সহ আনুষঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে ভর্তি ফি বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয় ১২০ কোটি টাকা ঘাটতি বাজেট নিয়ে অর্থবছর শুরু করেছে। এতে শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে বিধায় অর্থ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিন্ডিকেট সভায় ভর্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন খাতে ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। আদায়কৃত পরিবহন ফি বাৎসরিক বাস ভাড়া ফি হিসেবে গণ্য হবে। নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক পরিচয়পত্র দেয়া হবে। এ পরিচয়পত্র দেখিয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহনে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারবে। এবার দ্রুত ক্লাস শুরু করার স্বার্থে নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনে ভাড়া গাড়ির ব্যবস্থা করা হবে।

উন্নয়ন ফি হিসেবে আদায়কৃত অর্থ শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে। সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থে শিক্ষা বিষয়ক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ব্যয় সংকুলান সম্ভব হয় না বলেই নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর উন্নয়ন ফি ধার্য করা হয়েছে। এ ধরনের অভ্যন্তরীণ শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ফি ধার্য করার এখতিয়ার প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে। সম্পাদকীয় নিবন্ধের একাংশে বলা হয়েছে, 'ছাত্রদের ফ্রি পরিবহন দেয়া হবে'। এ তথ্য সঠিক নয়। ছাত্রদের ফ্রি পরিবহন দেয়ার ব্যবস্থা আগেও ছিল না, এখনও নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিয়ম-কানুন না জেনে বা জানার চেষ্টা না করে এ ধরনের মন্তব্য করা কি সমীচীন? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি টাকা খরচ করার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে। অর্থ কমিটি, সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত ছাড়াও প্রি অডিট ও সরকারি অডিট দুটোই যুগপৎ পরীক্ষা করার পর খরচের অনুমতি দেয়া হয়ে থাকে, কোন ব্যক্তিবিশেষের বাজেট বহির্ভূত বা সরকারি নিয়ম বহির্ভূত কাজ করার অবকাশ নেই। উন্নয়ন ফি সম্পূর্ণরূপে ছাত্রছাত্রী শিক্ষা/গবেষণা কার্যক্রমের উন্নতির জন্য ব্যবহার করা হবে, এটি দৃঢ়ভাবে বলা হচ্ছে।

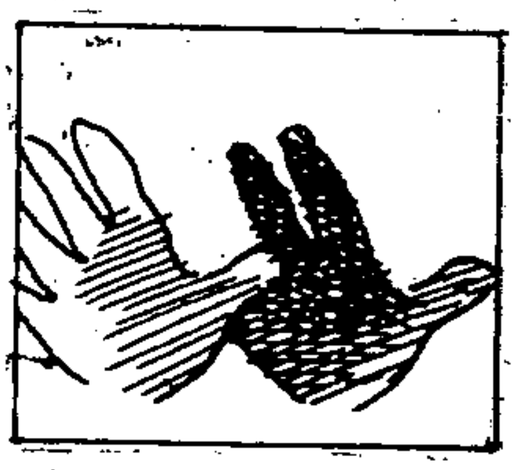

কর্তৃপক্ষ আশা পোষণ করেন ভর্তি ফি বৃদ্ধি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল মহল সহনশীল মনোভাব পোষণ করবেন। উপরোক্ত বক্তব্য ছাপিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতাদানের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

মীর আবুল কাশেম
জনসংযোগ অফিসার।